ANTARVIDYA
ISSN: 3107-7447
https://www.debracollege.ac.in/antarvidya/Index.aspx

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.012.2026

ন্যায়– বৈশেষিক মত অনুসারে ‘সামান্য’

সঞ্জিত কুমার মণ্ডল
স্টেট এইড কলেজ টিচার, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
sanjitmondal2020@gmail.com

Submitted on: 13/11/2025
Accepted on: 28/06/2026

সারসংক্ষেপ
ন্যায় দর্শনে ষোড়শ প্রকার পদার্থ স্বীকার করা হলেও বৈশেষিক দর্শনে সপ্ত পদার্থ স্বীকার করা হয়। বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্ত পদার্থ হল—“দ্রব্যং গুনস্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকম্ /সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীতিতাঃ”। বৈশেষিক দর্শনে চতুর্থ ভাব পদার্থ হল সামান্য। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সামান্য অবস্থান করে তাই দ্রব্য, গুণ ও কর্মের নিরূপণের পর প্রশস্তপাদাচার্য সামান্য পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ করেছেন। সূত্রকার ও ভাষ্যকার উভয়ই ‘সামানানাং ভাবঃ’ এই রূপ অর্থে সামান্য শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সামান্য শব্দটি ‘জাতি’ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। উদয়নাচার্য তাঁর কিরনাবলীতে সামান্যের লক্ষণ প্রদান করে বলেছেন— ‘সমানানাংভাবঃ স্বভাবিকো নাগন্তুকোঃ ধম্মঃ সামান্যমিত্যর্থঃ’ উক্ত লক্ষণ স্বীকার করলে জাতি ও উপাধিকে সামান্য বলতে হয়। এছাড়া ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে স্বাভাবিক ধর্মের সম্বন্ধ কি তা উক্ত লক্ষণে উল্লেখ নেই। উক্ত কারণে পুনরায় কিরনাবলীকার সামান্যের অপর লক্ষন প্রদান করে বলেছেন, ‘নিত্যমেকমনেকবৃত্তি সামান্যম।’

বৈশেষিক দর্শনের সামান্যের লক্ষণ নিরূপণের পর সামান্যের প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সামান্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে প্রশস্তপাদ ভাষ্যে বলা হয়েছে –সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরং চানুবৃত্তিপ্রত্যয় কারণম্। তত্র পরং সত্তা মহাবিষয়ত্বাৎ,সা চানুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব। দ্রব্যত্ত্বাদ্যপরমল্পবিষয়তাৎ। তচ্চ ব্যাবৃত্তেরপি হেতুত্বাৎ সামানং স্বদ্বিশেষাখ্যামপি, লভতে। অর্থাৎ সামান্য দুই প্রকার - পর ও অপর। এই সামান্য পদার্থ অনুবৃত্তি জ্ঞানের কারণ।

উদয়নাচার্য তাঁর ‘কিরনাবলী’ গ্রন্থে ছয় প্রকার জাতিবাধকের উল্লেখ করেছে - “ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোংস্থানবস্তিতিঃ।/ রুপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাচকসংগ্রহঃ”।

সূচক শব্দ – পদার্থ, সামান্য, জাতি,অপোহ

ভারতীয় আস্তিক ষড়দর্শনের মধ্যে অন্যতম দুটি সম্প্রদায় হলো ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন। এই দুটি দর্শনে একাধিক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় এই দুটি দর্শনকে সমানতন্ত্র দর্শন বলা হয়। ন্যায় দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো জ্ঞানতত্ত্ব ও বৈশেষিক দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো পদার্থতত্ত্ব। উভয় সম্প্রদায় অজ্ঞানতাকে বন্ধনের কারণ এবং তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষ লাভের উপায় বলে মনে করেন। ন্যায় দর্শনে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষ লাভের হেতু হিসেবে গণ্য করা হয়, অন্যদিকে বৈশেষিক দর্শনের দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যহেতুক জ্ঞানকে মোক্ষ লাভের উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। ন্যায় দর্শনে ষোলটি পদার্থ স্বীকার করা হলেও তা আসলে বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত। বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত সাতটি পদার্থ হলো - দ্রব্য, গুন, কর্ম, সামান্য,বিশেষ, সমবায় ও অভাব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করেছেন। বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.012.2026

চতুর্থ পদার্থটি হলো সামান্য। এই সামান্য শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো একাধিক বস্তুর মধ্যে উপস্থিতি এক জাতীয় ধর্ম। যেমন - মনুষত্ব, গোত্ব প্রভৃতি।এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগে যে, এই সামান্য ধর্মের ব্যক্তি অতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি? সামান্য কি নিত্য? না অনিত্য? সামান্য এক না বহু? এই সমস্ত বিভিন্ন প্রশ্ন সাধারণ মানুষকে না ভাবালেও যারা দর্শন অনুরাগী বা দর্শন চর্চার সঙ্গে যুক্ত তাদের বেশ ভাবিয়েছি বা ভাবাচ্ছে। সামান্য সম্পর্কিত ভারতীয় দর্শনের পাশাপাশি পাশ্চাত্য দর্শন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

বৈশেষিক দর্শন বস্তুবাদী ও বহুত্ববাদী। বৈশেষিক পরাতত্ত্বে মূলত পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে পদার্থ কাকে বলে? ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের লক্ষণে বলা হয়েছে – "পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ"[১] অর্থাৎ পদের দ্বারা যে বিষয় বোধিত হয় তাই পদার্থ। ন্যায় - বৈশেষিক দর্শনে পদ মাত্রই অর্থ বোধক। চেয়ার, টেবিল, ঘট ও পট প্রভৃতি শব্দকে বলা হয় পদ। এই পদ শ্রবণের পর যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয় হয় যে বস্তু, তাই পদার্থ। ন্যায় - বৈশেষিক সম্প্রদায় মনে করেন, কোন বস্তু সম্পর্কে পদ ব্যবহার তখনই সম্ভব হয়, যখন তা জ্ঞানের বিষয় বা প্রতীতির বিষয় হয়। যেমন- 'ঘট' পদটির দ্বারা ঘট নামক বস্তুটিকে বুঝতে হলে ওই বস্তুটিকে জানা দরকার। তাই পদার্থের লক্ষণে "প্রতীতি বিষয়ত্বং পদার্থত্ত্বম্"[২] বলাই যুক্তিযুক্ত। ন্যায় - বৈশেষিক মতে জ্ঞানের বিষয় মাত্রই জ্ঞান অতিরিক্ত সৎ বস্তু এবং পদার্থ বলতে ঐ সৎবস্তুকেই বোঝায়। পদার্থ মাত্রই জ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকে।এখন যদি ঐ সদ্বস্তু আমাদের অজ্ঞাত হয় তাহলেও তা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়। অতএব ন্যায় - বৈশেষিক মতে পদার্থ মাত্রই জ্ঞেয় ও অভিধেয়।

ন্যায় দর্শনে ষোড়শ প্রকার পদার্থ স্বীকার করা হলেও বৈশেষিক দর্শনে সপ্ত পদার্থ স্বীকার করা হয়। বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্ত পদার্থ হল-

"দ্রব্যং গুনস্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকম্

সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ" [৩]

অর্থাৎ - দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থ বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্ পদার্থের উল্লেখ করলেও অভাব নামক পদার্থের উল্লেখ করেননি। অভাব পদার্থের কেন উল্লেখ করেননি সে সম্পর্কে বৈশেষিকাচার্য্যগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার না করার অন্যতম কারণ হল অভাব কখনো স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হতে পারে না।

উদয়নাচার্য লক্ষণাবলী গ্রন্থে পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা - ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ ।ভাব পদার্থ ছয় প্রকার, যথা- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। উক্ত ছয় প্রকার ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ সহ মোট সপ্ত পদার্থ বৈশেষিক দর্শনে স্বীকার করা হয়।

বৈশেষিক দর্শনে চতুর্থ ভাব পদার্থ হল সামান্য। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সামান্য অবস্থান করে তাই দ্রব্য গুণ ও কর্মের নিরূপণের পর প্রশস্তপাদাচার্য সামান্য পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ করেছেন। সূত্রকার ও ভাষ্যকার উভয়ই "সামানানাং ভাবঃ"[4] এইরূপ অর্থে সামান্য শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সূত্রাকার সামান্যকে সধর্ম্য অর্থে গ্রহণ করেছেন। সাধর্ম্য বলতে বোঝায় সেই ধর্ম যা একাধিক পদার্থে সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। সকল পদার্থে সমানভাবে বিদ্যমান থাকায় অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেয়ত্বকে সকল পদার্থের সাধর্ম্য বলা হয়। সুতরাং সামান্য বলতে বোঝায় একজাতীয় বস্তুর সাধারণ ধর্ম। বৈশেষিক দর্শনে সামান্য শব্দটি 'জাতি' অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। 'জাতি' শব্দ জন্ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয়ের দ্বারা নিস্পন্ন । অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে জাতির লক্ষণ প্রদান করে বলেছেন' "নিত্যম্ একম্ অনেকানুগতং সামান্যম্"[৫] অর্থাৎ জাতি বলতে বোঝায় যা নিত্য অনেক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। যেমন

– মনুষত্ব। 'মনুষত্ব' ধর্মটি রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি ব্যাক্তি মানুষের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং জাতি হলে তা সামান্য হবে কিন্তু যে কোন সামান্য ধর্ম জাতি হয় না।

উদয়নাচার্য তাঁর কিরণাবলীতে সামান্যের লক্ষণ প্রদান করে বলেছেন – "সমানানাংভাবঃ স্বভাবিকো নাগন্তুকোঃ ধম্মঃ সামান্যমিত্যর্থঃ"[৬] অর্থাৎ যে ধর্ম ব্যক্তি বা বস্তু সমূহের স্বাভাবিক ধর্ম, আগন্তুক ধর্ম নয় সেই ধর্মই সামান্য। উক্ত লক্ষণ স্বীকার করলে জাতি ও উপাধিকে সামান্য বলতে হয়। কেননা উপাধি স্বভাবে আশ্রিত ধর্ম। যেমন - অন্ধত্ব, খঞ্জত্ব প্রভৃতি মানুষের স্বভাবে আশ্রিত থাকায় এগুলিকে সামান্য বলতে হবে। ফলে সামান্যের লক্ষনে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটবে। সুতরাং স্বাভাবিক ধর্ম বলতে স্বভাবে আশ্রিত ধর্মকে বোঝায় না, বরং আগন্তুক ধর্মকে বোঝায়। যেমন- 'মনুষ্যত্ব' হল মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। এছাড়া ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে স্বাভাবিক ধর্মের সম্বন্ধ কি তা উক্ত লক্ষণে উল্লেখ নেই। উক্ত কারণে পুনরায় কিরণাবলীকার সামান্যের অপর লক্ষন প্রদান করে বলেছেন, 'নিত্যমেকমনেকবৃত্তি সামান্যম্' অর্থাৎ যা নিত্য এক ও অনেকবৃত্তি তাকে সামান্য বলা হয়। লক্ষণে উক্ত 'এক' পদটির কোনো ব্যাবৃত্তি পাওয়া যায়না, 'এক' পদটি নিছক স্বরূপ কথন মাত্র। সুতরাং ঐ 'এক' পদটি পরিত্যাগ করে 'নিত্যত্বে সতি অনেকবৃত্তিত্ব' কে সামান্যের লক্ষণ বলা হয়।

বৈশেষিক মতে জাতি সামান্যের লক্ষণ হল – "নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বম"[৭] অর্থাৎ যা নিত্য হবে এবং অনেক অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে তাকে বলা হয় জাতি সামান্য। যেমন 'ঘটত্ব' ধর্মটি সকল ঘটের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। মুক্তাবলী ও কিরণাবলীতে জাতি সামান্যের এই লক্ষণ পাওয়া যায়।

সামান্যের লক্ষনের অন্তর্গত তিনটি পদ রয়েছে। এই তিনটি পদ হল – নিত্য, অনেক ও সমবেতত্ব। এই পদগুলি ব্যবহারের সার্থকতা হল -

'নিত্য' বলতে বোঝায় উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত। সামান্যের লক্ষণে যদি 'নিত্য' পদটি সন্নিবেশ না হতো তাহলে সংযোগাদি সামান্যের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হতো। যেহেতু সংযোগাদি গুণ অনেক সমবেত। কিন্তু সংযোগাদি গুণ নিত্য নয়। সুতরাং জাতির লক্ষণে 'নিত্য' বিশেষণটি প্রযুক্ত হওয়ায় অতিব্যাপ্তি নিবারিত হয়েছে।

সামান্য হল এক জাতীয় বস্তুর সাধারণ ধর্ম। সামান্যের লক্ষণে 'অনেক' পদটি ব্যবহারের দ্বারা বোঝানো হয় যে সামান্য এক ব্যক্তিত্ব নয়, জাতির লক্ষণে যদি 'অনেক' বিশেষণটি সন্নিবেশ না হতো তাহলে গগনপরিমানাদিতে সামান্যের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি ঘটত। কেননা আকাশ নিত্যদ্রব্য। সুতরাং আকাশের পরিমাণ প্রভৃতি গুণও নিত্য। এই নিত্য গুণ আকাশে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু আকাশ একসমবেত। সুতরাং সামান্যের লক্ষনে 'অনেক' পদটি থাকায় আকাশের পরিমাণ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি দোষ বারিত হয়।

আবার সামান্যের লক্ষণে যদি 'সমবেতত্বম' বিশেষণটি প্রযুক্ত না হত তাহলে অত্যন্তাভাবে সামান্যের লক্ষনের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটত। কেননা ঘটের অত্যন্তাভাব নিত্য ও অনেকাশ্রিত। সামান্য নিত্য ও সমবায় সম্বন্ধে অনেকাশ্রিত। অত্যন্তাভাব নিত্য ও অনেকাশ্রিত হলেও সমবায় সম্বন্ধে অনেকাশ্রিত নয় কারণ অভাব তার অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। সামান্যের লক্ষণ সমবেত্বম পদটি সন্নিবিষ্ট হওয়ায় অত্যন্তাভাবে সামান্যের লক্ষনের অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। সুতরাং জাতি সামান্যের যথার্থ লক্ষণটি হল –

"নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বম"

বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের লক্ষণ নিরূপণের পর সামান্যের প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদভাষ্যে বলা হয়েছে –

"সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরং চানুবৃত্তি প্রত্যয় কারণম্। তত্র পরং সত্তা মহাবিষয়ত্বাৎ, সা চানুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব। দ্রব্যত্বদ্যপরমল্পবিষয়তাৎ। তচ্চ ব্যাবৃত্তেরপি হেতুত্বাৎ সামানং সদ্বিশেষাখ্যামপি, লভতে"।[৮] অর্থাৎ সামান্য

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.012.2026

দুই প্রকার - পর ও অপর। এই সামান্য পদার্থ অনুবৃত্তি জ্ঞানের কারণ। এই দুই প্রকার সামান্যের মধ্যে সত্তা পর সামান্য যেহেতু তা মহাবিষয়ক (আশ্রয় বহু পদার্থ)। আর সেই সত্তা অনুবৃত্তির কারণ বলে সামান্য। দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অপর সামান্য যেহেতু তাহার আশ্রয় অল্প। আর সেই দ্রব্যত্ব অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তির কারণ বলে সামান্য হয়েও বিশেষ আখ্যা লাভ করে।

সামান্যের প্রকারভেদ আলোচনা করতে গিয়ে বৈশেষিক মত অনুসরণ করে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন – "পরমপরং চেতি দ্বিবিধং সামান্যম্" [৯] অর্থাৎ সামান্য দুই প্রকার - পর সামান্য ও অপর সামান্য। পর সামান্যের লক্ষণে বলা হয়েছে – "পরত্বমধিকদেশবৃত্তিত্বম"[১০] অর্থাৎ যে সামান্য অধিকদেশ বৃত্তি তাকে বলা হয় পর সামান্য। 'সকলজাত্যপেক্ষয় সত্তায় অধিক দেশবৃত্তিত্বাৎ পরত্বম্'। অর্থাৎ সত্তা সকল জাতি অপেক্ষা অধিক দেশবৃত্তি বলে সত্তা জাতিকে পর সামান্য বলা হয়। সত্তা সামান্য দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি পদার্থে থাকে।

অপর সামান্যের লক্ষণে বলা হয়- "অপরত্বম্ অল্পদেশবৃত্তিত্বম্" [১১] অর্থাৎ যে সামান্যটি অল্পদেশ বৃত্তি তাকে বলে অপর সামান্য। যেমন ঘটত্ব।এই ঘটত্ব ধর্মটি কেবল ঘট ব্যক্তিকে আশ্রয় করে থাকে।

জগদীশ তর্কালঙ্কার তর্কামৃতে ও কৌন্ডভট্ট পদার্থ দীপিকায় পরাপর নামক তৃতীয় প্রকার সামান্যের উল্লেখ করেন। যে সামান্য পর সামান্যের ব্যাপ্য ও অপর সামান্যের ব্যাপক তাকে বলা হয় পরাপর সামান্য। যেমন- দ্রব্যত্ব। দ্রব্যত্বরূপ সামান্য সত্তা সামান্য অপেক্ষা কম ব্যাপক এবং 'ঘটত্ব' জাতি অপেক্ষা বেশি ব্যাপক তাই দ্রব্যত্বকে বলা হয় পরাপর সামান্য।

সত্তাসাধিকা অনুগত প্রতীতি হলো ইদং সৎ, ইদং সৎ এরূপ। এরূপ প্রতীতির অনুরোধে যদি সত্তা সিদ্ধ হয়, তাহলে ইদং সৎ এই প্রতীতি যেখানে হবে সেখানে সত্তার স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এখানে একটা আপত্তি হয় যে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে যেমন ইদং সৎ এরূপ প্রতীতি হয় সামান্য বিশেষ সমবায়েও ইদং সৎ এরূপ প্রতীতি হয় তাহলে কেন ন্যায় - বৈশেষিকগন দ্রব্য, গুণ ও কর্মকে কেবল সত্তার আশ্রয় বলে স্বীকার করেছেন ?

সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবকে সত্তার আশ্রয় বলে স্বীকার করা হয় না। তাহলে সত্তা সামান্যটি কি করে সামান্য সৎ, বিশেষ সৎ, সমবায় সৎ এই রূপ সামান্যাদিতে অনুগতাকার জ্ঞানের কারণ হবে? সত্তাকে অনুগতাকার প্রতীতির কারণ বললে সামান্যাদিতে সত্তা স্বীকারের আপত্তি হয়। উক্ত আপত্তির উত্তরে বৈশেষিক বলেন 'সৎ' অর্থে 'অস্তিত্ব' বা 'ভাবত্বকে' বোঝানো হয়েছে। অস্তিত্ব বা ভাবত্ব রূপে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের অনুগতাকার প্রতীতির কারণ হয় সত্তা। দ্রব্য সৎ , গুণ সৎ, কর্ম সৎ, সামান্য সৎ, বিশেষ সৎ, সমবায় সৎ এইভাবে ছয়টি পদার্থের অনুগতাকার জ্ঞানের কারণ সত্তা। তাই সত্তাকে সামান্য বলে স্বীকার করতে কোন অসুবিধা হয় না। যদিও সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদার্থে সত্তা সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, তথাপি স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে সত্তার আশ্রয় হয় বলে গৌণভাবে সত্তা সামান্যদির অনুগতাকার জ্ঞানের কারণ হয়।

পুনরায় আপত্তি হতে পারে যে ইদং সৎ এই প্রতীতির দ্বারা সিদ্ধ সত্তা যদি দ্রব্য, গুন ও কর্মে সমবায় সম্বন্ধে থাকতে পারে তাহলে ওই প্রতীতির দ্বারাই সিদ্ধ সত্তা সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকবে না কেন? আপত্তি উত্তরে বৈশেষিকগন বলেন সত্তা সমবায় সম্বন্ধে যে যে পদার্থে থাকে সেই সমস্ত পদার্থে অপর কোন নির্বাধক সামান্য থাকতে হবে। নির্বাধক সামান্যান্তরের বৃত্তিত্ব যৎ কিঞ্চিদধিকরণতা নিরূপিত সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নসত্তানিষ্ঠাবৃত্তিতার প্রয়োজক। নয়টি দ্রব্যে নির্বাধক সামান্য দ্রব্যত্ব সমবায় সম্বন্ধে থাকে, একইভাবে গুনে নির্বাধক সামান্য গুনত্ব ও কর্মে নির্বাধক সামান্য কর্মত্ব সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিন পদার্থে কোন নির্বাধক সামান্য থাকে না বলে সত্তা সামান্যটি এই তিন পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। এই কারণে সত্তা সামান্যটি সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিন পদার্থে সৎ সৎ রূপে অনুগতকার জ্ঞানের প্রতি

সমবায় সম্বন্ধে কারণ নয় কিন্তু ভাবত্ব রূপে স্বসমবায়ীসমবেতত্ব সম্বন্ধে কারণ। অতএব স্বসমবায়ীসমবেতত্ব সম্বন্ধে সত্তা সামান্যটি দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থে থাকে।

দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সত্তা সামান্য সমবায় সম্বন্ধে থাকে যেহেতু সেখানে নির্বাধক সামান্য থাকে। নির্বাধক সামান্যের কথা বললেই সবাধক সামান্যের কথা বলতে হয়। নির্বাধক সামান্যকে বলা হয় জাতি এবং সবাধক সামান্যকে বলা হয় জাতিবাধক। যে সকল ধর্ম থাকার জন্য কোন সামান্য ধর্ম জাতি বলে স্বীকৃত হয় না তাকে বলা হয় জাতি বাধক। উদয়নাচার্য তাঁর 'কিরণাবলী' গ্রন্থে –

"ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোংস্থানবস্তিতিঃ।

রুপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ"। [১২]

অর্থাৎ ব্যক্তির অভেদ, তুলত্ব সঙ্কর, অনবস্থা রুপহানি ও অসম্বন্ধ এই ছয় প্রকার জাতি বাধকের উল্লেখ করেছেন।

ব্যক্তির অভেদঃ - কোন সামান্য ধর্মের আশ্রয়ীভূত ব্যক্তি যদি এক হয় তাহলে সেই ধর্ম জাতি হয় না, ইহা গ্রন্থকার 'নৈকব্যক্তিকম্...' ইত্যাদি পংক্তির দ্বারা বলেছেন। যেমন – আকাশত্ব, কালত্ব ইত্যাদি। আকাশত্বের আশ্রয় আকাশ একব্যক্তিক বলে আকাশত্ব জাতি নয়, পরন্তু শব্দাশ্রয়ত্ব রূপ উপাধি। সুতরাং 'স্বাশ্রয়নিষ্ঠ স্বাশ্রয়প্রতিযোগীকভেদাভাবঃ ব্যক্তেরভেদ' অর্থাৎ আকাশ প্রভৃতিতে আকাশাদি প্রতিযোগীক ভেদের অভাবই ব্যক্তির অভেদ। 'স্ব' পদের দ্বারা আকাশত্বাদি ধর্মকে গ্রহণ করতে হয়। আকাশ, দিক, কাল, প্রভৃতি একব্যক্তিক হওয়ায় আকাশত্ব, দিকত্ব ও কালত্ব জাতি নয়, জাতি বাচক।

কোন কোন নৈয়ায়িক বলেন - একমাত্র ব্যক্তিবৃত্তিত্বের অর্থ স্ববৃত্তিত্ব, স্বেতরবৃত্তিত্ব - এই উভয় সম্বন্ধে যা বস্তু বিশিষ্ট, তদ্, ভিন্নত্ব এই উভয় সম্বন্ধে আকাশত্বের উপর কোন বস্তু না থাকায় আকাশত্ব বস্তু বিশিষ্ট নয়। 'স্ব' পদের অর্থ নিজ নিজ আশ্রয় অর্থাৎ আকাশকে গ্রহণ করলে আকাশত্ব স্ববৃত্তি আকাশত্বে স্ববৃত্তিত্ব থাকলেও স্বতরবৃত্তি থাকে না। আবার 'স্ব' পদে ঘটাদিকে বুঝলে স্বেতরবৃত্তিত্ব আকাশত্বে থাকলেও স্ববৃত্তিত্ব থাকেনা। ফলে আকাশত্ব উক্ত উভয় সম্বন্ধে বস্তু বিশিষ্ট হয় না বলে তাতে জাতিত্ব থাকে না।

তুলত্বঃ - তুলত্ব শব্দের অর্থ তুল্যব্যক্তিবৃত্তিত্ব। দুটি ধর্ম অন্যুনানতিরিক্তবৃত্তিক হলে অর্থাৎ সমান সমান অধিকরণে থাকলে তারা দুটি জাতি হবে না। অর্থাৎ স্বভিন্নজাতি সমনিয়তত্বরূপ তুল্যব্যক্তিবৃত্তিত্ব জ্ঞানটি স্ব এর জাতিত্ব জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। যেমন – কলসত্ব ও ঘটত্ব এই দুটি ধর্ম সমান ব্যক্তি সমূহে বিদ্যমান থাকে অতএব 'স্ব' এর অর্থ কালসত্বকে বুঝতে হবে। স্বভিন্ন অর্থাৎ কলসত্ব ভিন্ন জাতি হচ্ছে ঘটত্ব, সেই ঘটত্ব জাতির সমনিয়ত হচ্ছে কলসত্ব অর্থাৎ ঘটত্ব যেখানে থাকে কলসত্ব সেখানে থাকে। এই তুল্যব্যক্তিত্ব জ্ঞানটি কলসত্ব জাতিত্ব জ্ঞানের বাধক। কিন্তু আপত্তি হয় যে কলসত্বকে জাতি বলে স্বীকার করলে এবং ঘটত্বকে জাতিত্বাভাব বললে ক্ষতি কি? তার উত্তরে বলা হয় যে ঘটত্বের জাতিটি প্রামানিকগণের দ্বারা ব্যবহৃত বলে ঘটত্বের জাতিত্ব সিদ্ধ। কিন্তু দিনকরের টীকায় এই মত যুক্তি সঙ্গত নয়। কেননা স্বভিন্ন জাতি সমনিয়তত্ব হলে 'স্ব'পদে ঘটত্ব বা কলসত্বকে ধরলে তার সমনিয়তত্ব রূপ তুলত্ব ঘটত্ব ও কলসত্ব এই উভয়ে থাকায় ঘটত্ব ও কলসত্ব এদের কেউ জাতি হতে পারবে না।

সঙ্কর :- 'পরাপরব্যাভিচারিত্বে সতি সামানাধিকরণ্য' কে সাঙ্কর্য বলা হয়। অর্থাৎ যে দুটি ধর্ম পরস্পর অত্যন্তাভাবের অধিকরণে থাকে এবং সেই দুটি ধর্ম যদি আবার ক্ষেত্র বিশেষে একই অধিকরণে থাকে তাহলে সেই দুটি ধর্মের সঙ্কর হয়। যেমন - ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব। ভূতত্ব থাকে পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশে। মূর্ত্তত্ব থাকে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি মূর্তদ্রব্যে। এখানে মূর্ত্তত্বের অভাবের অধিকরণ আকাশ। সেই আকাশে ভূতত্ব আছে। আবার ভূতত্বের অভাবের অধিকরণ হল মন, তাতে মূর্ত্তত্ব আছে। সুতরাং ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব ধর্ম দুটি পরস্পরের

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.012.2026
অত্যন্তাভাবের অধিকরণে থাকে। অথচ ভূতত্ত্ব ও মূর্ত্তত্ব ধর্ম দুটি পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজ একত্রে অবস্থিত। কারণ পৃথিবী প্রভৃতি ভূতত্ত্ব বটে আবার অপকৃষ্ট পরিমাণবান বলে মূর্ত্তত্বও বটে। তাই ভূতত্ত্বে সঙ্কর থাকে ও মূর্ত্তত্বে সঙ্কর থাকে। এই জন্য ভূতত্ত্ব মূর্ত্তত্বকে জাতি বলা যায় না।

নব্য নৈয়ায়িক সঙ্করকে জাতিবাধক বলে স্বীকার করেন না, তারা বলেন সঙ্কর যদি জাতি বাধক হয়, তাহলে ঘটত্বকেও জাতি বলা যাবে না যেহেতু ঘটত্বের সহিত সুবর্ণত্ত্বের সঙ্কর হয়। ঘটত্বের অধিকরণ মৃত্তিকা নির্মিত ঘটে সুবর্ণত্ব থাকে না। সুবর্ণত্বের অধিকরণ স্বর্ণঅঙ্গুরিতে ঘটত্ব থাকে না। কিন্তু স্বর্ণনির্মিত ঘটে সুবর্ণত্ব ও ঘটত্ব উভয় থাকে। কাজেই সঙ্কর জাতি বাধক নয়।

অনবস্থাঃ – ‘অনবস্থা’ শব্দের অর্থ অপ্রামাণিক কল্পনার সমাপ্তির অভাব। এই অনবস্থা জাতির জাতিমত্বের বাধক। অর্থাৎ যদি জাতিতে জাতি স্বীকার করা হয় অর্থাৎ জাতি জাতিমান হয় তাহলে অনবস্থা হবে।যেমন - গোত্ব জাতির যদি জাতি স্বীকার করা হয় তাহলে সেই পূর্ব স্বীকৃত সকল জাতির স্থিত স্বীকৃত জাতিতে স্বীকৃত জাতির আশ্রয়ীভূত জাতিসমূহের উপর একটি জাতি এরূপ অনুগতজ্ঞান অনুসারে অপর একটি জাতি স্বীকার করতে হবে। আবার সেই জাত্যান্তর এবং তার আশ্রয়ীভূত জাতি সমূহেও অন্য একটি জাতি স্বীকার করতে হবে। এইভাবে অনবস্থা দোষ ঘটবে। এই অনবস্থাটি হচ্ছে জাতির অনাশ্রয় বৃত্তি পদার্থ বিভাজক ধর্ম শুন্যত্ব।

রূপহানি : – ‘রূপহানি’ শব্দের অর্থ স্বরূপের হানি। বিশেষ পদার্থ স্বতোব্যাবর্তকত্ব তার হানি।স্বতঃ অর্থাৎ স্বসরূপে, ব্যাবর্তকত্ব ভেদঅনুমাপকত্ব। বৈশেষিকগণ পরমাণু সমূহের পরস্পর ব্যাবৃত্তির জন্য বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন। বিশেষ পদার্থ স্বতঃব্যাবর্তকত্ব হয়। বিশেষ পদার্থ সংখ্যায় অনেক। বিভিন্ন বিশেষের সামান্য ধর্ম রূপে ‘বিশেষত্ব’ ধর্মকে জাতিরূপে স্বীকার করলে বিশেষে বিশেষত্ব রূপে ভেদের অনুমাপক হবে। ফলে বিশেষের আর স্বতঃব্যাবর্তকত্ব ধর্মটি বা রূপটি থাকবে না। কারণ সামান্যের রূপটি আর থাকবে না। কারণ সামান্যের আশ্রয়ীভূত পদার্থ সামান্য রূপেই ভেদের সাধক হয় এরূপ নিয়ম আছে। বিশেষ বিশেষত্ব বিশিষ্ট হলে বিশেষান্তর হতে বিশেষের ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হতে পারেনা। তাই এ বিশেষ আর পরমাণুভেদের অনুমাপক হয় না। কারণ নিয়ম হল অব্যাবৃত্তধর্ম ব্যাবর্তক হয় না। অর্থাৎ বিশেষের যে স্বরূপ পরমাণু সমূহের পরস্পর ব্যাবৃত্তকতা তার ব্যাঘ্যাত ঘটবে বিশেষের বিশেষত্ব জাতি স্বীকার করলে। এই জন্যই বিশেষকে স্বতঃব্যাবৃত্ত বলতে হয়। আবার অনেকে মনে করেন বিশেষত্ব জাতি হলে জাতিমদ্‌ভিন্নত্বে সতি সমবেতত্ত্বরূপ যে বিশেষের লক্ষণ তা ব্যাহত হওয়ায় এই ব্যাঘাত জাতির ব্যাঘাত।

অসম্বন্ধ : – ‘অসম্বন্ধ’ শব্দের অর্থ হল সম্বন্ধের অভাব। ‘সমবায়ানুযোগীত্ব’ এতদন্যতরত্বাবিচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকভাববত্ব’ অর্থাৎ প্রতিযোগিত্ব ও অনুযোগিত্ব এদের অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়ের যে অভাব তাই প্রকৃতস্থলে অসম্বন্ধ হবে। যেমন - ঘটবৃত্তি ঘটত্বকে জাতি ও ঘটকে জাতিমান স্বীকার করা হয়। ঘটত্ব ঘটে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সমবায় সম্বন্ধে অনুযোগীকত্ব ঘটে থাকে, আর প্রতিযোগিকত্ব ঘটত্বে থাকে বলে এখানে ঘটত্ব জাতিমত্ব বিষয়ে সমবায়নুযোগিত্ব আছে। কিন্তু সমবায়ত্বকে যদি জাতি বলে স্বীকার করা হয় তাহলে সমবায়ের উপরে অপর কোন সমবায় সম্বন্ধ থাকে না। ফলে সমবায়ের অনুযোগীত্ব থাকে না। আর সমবায়ত্বে সমবায়ের প্রতিযোগিকত্ব থাকে না। ফলে সমবায়ে এবং সমবায়ত্বে সমবায় প্রতিযোগীকত্ব সমবায়ানুযোগীকত্ব এতদন্যতরত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীতাকত্ব অভাব আছে। এইভাবে সম্বন্ধাভাবটি সমবায়ের ও সমবায়ত্বের জাতিমত্ব ও জাতিত্বের প্রতিবন্ধক। অতএব অনুযোগিতা ও প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সমবায় ও অভাব পদার্থে সমবায় না থাকায় সমবায়ত্ব ও অভাবত্বকে জাতি বলা যায় না।

মীমাংসা দর্শনে ন্যায় - বৈশেষিকদের মতো সামান্য কে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে স্বীকার করা হয় এবং উভয় সম্প্রদায় সামান্য কে স্বতন্ত্র জ্ঞানের বিষয় বলেন। তবে সামান্য সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের সঙ্গে মীমাংসকদের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কুমারীল ভট্টের মতে সামান্য ও বিশেষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যাহাই সামান্য তাহাই বিশেষ।

তিনি সামান্য ও বিশেষের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তবে কুমারীল ভট্ট যে তাদাত্ম সম্বন্ধের কথা বলেন তা অদ্বৈতবেদান্ত থেকে আলাদা। নারায়ণ ভট্ট মানমেয়োদয় গ্রন্থে জাতির লক্ষণে বলেন- " জাতির্ব্যক্তিগতা নিত্যা প্রত্যক্ষজ্ঞানগোচরা। ভিন্না ভিন্না চ সা ব্যক্তেঃ কুমারীলমতে মাতা" অর্থাৎ জাতি ব্যাক্তিতে অবস্থিত নিত্য ও প্রত্যক্ষের বিষয় জাতি। জাতি ও জাতিমান এই উভয়ের মধ্যে ভেদ অভেদ উভয়ই উপস্থিত। কুমারীল মতে ব্যক্তি জাতি থাকে ভিন্ন নয় আবার অভিন্ন নয়।

ভারতীয় দর্শনের ন্যায় পাশ্চাত্য দর্শনেও এই সামান্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটো সর্বপ্রথম ধারণা বা সামান্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই সামান্য এক বিমূর্ত বিষয়, সে জন্য সামান্যের স্বরূপ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দর্শনে দার্শনিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের মোটামুটি দুটি মতবাদ রয়েছে একটি বস্তুবাদ অন্যটি নামবাদ। তবে এই দুটি মতবাদ ছাড়াও তৃতীয় একটি মতবাদ রয়েছে তা হলো প্রত্যয়বাদ। তিনটি মতবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

সামান্য সম্পর্কে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতবাদ বস্তুবাদী মতবাদ নামে পরিচিত যেহেতু এরা উভয়ই মন নিরপেক্ষভাবে সামান্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্লেটো ধারনা বা সামান্য বলতে বস্তুর সারধর্মকে নির্দেশ করেছেন যা নিত্য, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত। প্লেটো মতে সামান্য কেবল মন মধ্যস্থ ধারনা নয়, মন বহির্ভূত সামান্যের অস্তিত্ব রয়েছে। মন বহির্ভূত সামান্যকে স্বীকার করলেও তাঁর দর্শন তিনি দুটি জগতের উল্লেখ করেছেন তা হল দেশকালে অবস্থিত বিশেষের জগত ও দেশকালাতিত সামান্যের জগত। তিনি এই দুটি জগতের উল্লেখ করায় তার মতবাদ দ্বিজাগতিকতত্ত্ব নামে পরিচিত।তাঁর মতে বিশেষের জগতকে আমরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে জানতে পারি কিন্তু সামান্যের জগতকে জানি বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমে। প্লেটো তার দর্শনে দুটি জগতের উল্লেখ করে তার দর্শনে সামান্য ও বিশেষের সম্পর্কীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যার সুস্পষ্ট সমাধান প্লেটোর দর্শনে পাওয়া যায় না।

আবার বস্তুবাদী দার্শনিক অ্যারিস্টটল প্লেটোর দ্বিজাগতিকতত্ত্ব অস্বীকার করে সামান্য সম্পর্কে তার মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে সামান্য হল অনেকের মধ্যে উপস্থিত সাধারণ ধর্ম। বিভিন্ন বস্তু অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এবং বিমুর্তকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা সামান্য ধারণা গঠন করি।যেমন বিভিন্ন মানুষের মধ্যে 'মনুষত্ব' সামান্য ধর্মটি সাধারণভাবে উপস্থিত থাকার জন্য আমরা তাদের মানুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত করি। অ্যারিস্টটলের মতে বিশেষের জগৎ অতিরিক্ত সামান্যের জগৎ বলে কিছু নেই। সামান্য ও বিশেষ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং ওই নির্ভরতা যৌক্তিক নির্ভরতা। বিশেষের পূর্ববর্তী নয়, বিশেষকে আশ্রয় করে সামান্যের প্রকাশ হয়।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লকের মতে সামান্য বা সাধারণ ধর্ম বলে কিছু নেই। কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং তাদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম রয়েছে এখন প্রশ্ন হল সামান্য বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে অশ্ব বৃক্ষ প্রভৃতি সাধারণ ধারণার বা সামানের উৎপত্তি কিভাবে হয়? উত্তরের লক বলেন, অস্তিত্বশীল বস্তুমাত্র বিশেষ হলেও আমরা সাধারণ ধারণা গঠন করতে পারি এবং সেগুলিকে বিশেষ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বোঝাতে পারি। যেমন- বৃক্ষের ধারণা আমরা এভাবে গঠন করি যার একটি কান্ড আছে, যার শাখা-প্রশাখা আছে, ফল - ফুল - পাতা প্রভৃতি রয়েছে। আসলে সামান্য মানুষের বোধশক্তির উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা কতগুলি বস্তুর এক জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে একটি শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রেণিকরণ ও পৃথকীকরন করে থাকি।

সামান্য সম্পর্কে বস্তুবাদী মতবাদ খন্ডন করে নামবাদীরা তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। নামবাদী মতানুসারে মন নিরপেক্ষভাবে সামান্যের কোন অস্তিত্ব নেই।এই মতবাদ অনুসারে আমরা কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং বিশেষ বিশেষ বস্তু প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে একটি শ্রেণিভুক্ত করে তাদের একটি নামে অভিহিত করি। এই নামের সাহায্যে অন্য একটি শ্রেণীভক্ত বস্তু থেকে অন্য একটি শ্রেনীভুক্ত বস্তুকে পৃথক করি।

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.012.2026

যেমন - মানুষ নামক প্রাণীটিকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করার জন্য 'মানুষ' শব্দটা ব্যবহার করি আমরা। সুতরাং নামবাদীদের মতে সামান্য ধর্ম বলে বাস্তবে কিছুই নেই।

যখন আমরা কোন বস্তু সম্পর্কে কিছু বলি তখন কেবল বস্তু সম্বন্ধেই বলি না, তার একটি বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধেও বলি। যে ধর্ম বস্তুটার সঙ্গে অভিন্ন নয়, যে ধর্ম ওই বস্তুটাতে যেমন আছে তেমনি অন্যান্য অনেক বস্তুতে আছে। যেমন - যখন আমরা বলি লাল ফুল। ফুল হল বস্তু এবং লাল রং হল তার গুণ। লাল রং অতিরিক্ত ভাবে লালত্ব নামক কোন গুণধর্ম রয়েছে যার জন্য আমরা যেমন লাল ফুল বলি তেমনি লাল জামা, লাল ঘট প্রভৃতি বলতে পারি। সুতরাং বিশেষ বিশেষ বস্তু যেমন আছে তেমনি তাদের মধ্যে অবস্থিত সামান্য ধর্মেরও অস্তিত্ব আছে। নাম অতিরিক্ত সামান্য ধর্ম বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে কতগুলো ব্যক্তি বা বস্তুকে একটি শ্রেণীভুক্ত করে কিভাবে তাদের একটা নামে চিহ্নিত করা যাবে?

নামবাদীদের মতো প্রত্যয়বাদীরাও স্বীকার করেন যে সামান্যের জগৎ বলে কিছু নেই।কেননা সামান্যের কোন ইন্দ্রিয় সংবেদন হয় না। বাহ্যজগতে কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যাক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। তবে নামবাদীদের সঙ্গে প্রত্যয়বাদীদের পার্থক্য এই যে, নামবাদীদেরর মতে মনের মধ্যে আছে কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতিরূপ, সামান্য ধারণা বলে বাস্তবিক কিছু নেই। কিন্তু প্রত্যয়বাদীদের মতে বাহ্য জগতে সামান্যের অস্তিত্ব না থাকলেও মনের মধ্যে সামান্য ধারণার অস্তিত্ব রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল সামান্য ধারনা বলে যদি বাহ্য জগতে কিছু না থাকে তাহলে আমাদের মনের মধ্যে যে সামান্য ধারণা রয়েছে তার কারণ কি? অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে একথা বলতে হয় বাহ্য জগতে বিশেষ বিশেষ বস্তু যেমন রয়েছে তেমনি সামান্য ধারণা রয়েছে।

সামান্যের অস্তিত্বের সমর্থনে যুক্তি প্রদান করতে গিয়ে প্রশস্তপাদ বলেছেন- "অনুবৃত্তিপ্রত্যয়কারনম্"[১৩] অর্থাৎ যদি সামান্য স্বীকার না করা হয় তাহলে বিভিন্ন ব্যক্তিতে যে অনুগত প্রতীতি হয় তা সম্ভব হত না। অনুগত প্রতীতির অর্থ হল বহু পদার্থ বিষয়ে একই রকম জ্ঞান বা বুদ্ধি। যেমন- সকল মানুষের মধ্যে পারস্পারিক বিভিন্নতা থাকলেও 'মনুষত্ব' রূপ অনুগত ধর্মের জন্য পৃথিবীর সব প্রান্তের সব মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধে কোন অসুবিধা হয় না। সামান্য পদার্থের অস্তিত্বের সমর্থনে উদয়নাচার্য তাঁর 'কিরণাবলী'তে বলেছেন –"যদি সামান্যং ন স্যাদ্ ভিন্নেশ্বনুগতাকারঃ প্রত্যয়োন স্যাৎ"।[১৪] যদি সামান্য না থাকত তবে বিভিন্ন ব্যক্তিতে যে অনুগতাকার প্রত্যয় হয় তা অসম্ভব হত। ঘটাদি বিভিন্ন ব্যক্তি বিষয়ে এটি ঘট, এটি ঘট এরূপ অনুগত প্রতীতি আমাদের হয়। প্রতিটি ব্যক্তির স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন একটি ব্যক্তির স্বরূপ অন্য ব্যক্তিতে থাকে না। প্রতি ব্যক্তিতে বিশ্রান্ত ব্যক্তি স্বরূপ তাই অনুগত প্রতীতির নিয়ামক হতে পারে না। অনুগত প্রতীতির নিয়ামককে অবশ্যই সর্বব্যক্তি সাধারণ হওয়া প্রয়োজন। সকল ঘটে সাধারণ ধর্ম 'ঘটত্ব' নামক সামান্য ধর্ম স্বীকার না করলে যাবৎ ঘটে অনুগত প্রতীতি সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং সামান্যের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

ন্যায় - বৈশেষিকগন অনুগত প্রতীতি ব্যাখ্যা করার জন্য সামান্য বা জাতি স্বীকার করে থাকেন, সে ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন করে বলা যায় অনুগত প্রতীতির একটি অনুগত বিষয় স্বীকার করা হলেও সেই বিষয় যে সামান্য হবে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। প্রতিটি ব্যক্তির স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন হলেও আকৃতির দ্বারা সকল ব্যক্তির একটি অনুগতকার জ্ঞান হতে পারে। অর্থাৎ আকৃতির দ্বারা যদি অনুগতাকার প্রত্যয় সম্ভব হয় তাহলে ব্যাক্তি সমূহের অতিরিক্ত সামান্য পদার্থ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই।

উক্ত আপত্তির উত্তরে বৈশেষিকগণ বলেন, আকৃতির দ্বারা সর্বত্র অনুগতাকার জ্ঞান সম্ভব না। বৈশেষিক স্বীকৃত নয়টি দ্রব্যের কোন অনুগত আকৃতি নেই। কিন্তু নয়টি দ্রব্যের অনুগতাকার জ্ঞান আমাদের হয়। এই অনুগত প্রত্যয়ের জন্য সাধারণ ধর্ম দ্রব্যত্ব জাতিকে স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া জাতি ও আকৃতি এক নয়। আকৃতি জাতির

ব্যাঞ্জকমাত্র। মৃত্তিকা নির্মিত গরু এবং জীবন্ত গরুর আকৃতি এক তবুও মৃত্তিকা নির্মিত গরুতে গোত্ব জাতি নেই। সুতরাং অনুগত প্রতীতি ব্যাখ্যার জন্য আকৃতি ভিন্ন জাতি অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

ন্যায় - বৈশেষিক সম্মত জাতিতত্ত্ব খণ্ডন করতে গিয়ে বৌদ্ধ দর্শনে পুনরায় বলা হয়েছে-

"অনুগতত্বাননুগতত্ব"[১৫] ইত্যাদি। অর্থাৎ অনুগতত্ব ও অননুগতত্ব দ্বারাও জাতি খন্ডিত হয়। অনুগত ধর্ম বলতে বোঝায় যে ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বর্গের সকল ব্যক্তিতে থাকে। যেমন বিভিন্ন ঘটের অনুগত ধর্ম হলো ঘটত্ব। অপরদিকে যে ধর্ম কিছু ব্যাক্তিতে থাকে এবং কিছু ব্যক্তিতে থাকে না তাকে বলে অননুগত ধর্ম যেমন- সত্তা। সত্তা সামান্য দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে এবং সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে পদার্থ থাকে না। অনুগত ধর্ম অনুগত প্রতীতির জনক নয়। কেননা ঘটত্বের ন্যায় দ্রব্যাদি সাতটিতে কোন অনুগত ধর্ম নেই। আবার অননুগত ধর্মকে প্রতীতির জনক বললে জাতিমাত্রের উচ্ছেদ হবে। কেননা তদব্যক্তিত্ব তৎব্যক্তিমাত্রেই থাকে, অন্য ব্যক্তিতে থাকে না। পৃথিবীত্ব জাতিটি পৃথিবীর অনুগত ধর্ম। তৎপৃথিবীত্ব তৎ পৃথিবীতে থাকে অন্য পৃথিবীতে থাকে না। পৃথিবী মাত্রই গন্ধের কারণ। সমস্ত পৃথিবীতে গন্ধের কারণতা আছে। এই কারণতা কোন ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে অন্য কারণতা হতে ভিন্ন হয়। প্রতি পৃথিবী ব্যক্তিতে যেমন তত্তৎ পৃথিবীত্ব আছে, এরূপ পৃথিবীত্বও আছে। এতৎ পৃথিবীত্ব অসংখ্য কিন্তু পৃথিবীত্ব এক। যদি এই গন্ধ কারণতাটি তত্তৎ পৃথিবীত্ব দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে 'পৃথিবী গন্ধকারণ' এই অনুগত প্রতীতির হেতু হয়, তবে পৃথিবীত্ব জাতির দ্বারা বিশিষ্ট হইবে না। অসংখ্য তৎ তৎ পৃথিবীত্বকে বিশেষক না বলে এক পৃথিবীত্বকে বিশেষ বললে লাঘব হয়। অতএব অননুগত ধর্ম অনুগত প্রতীতির হেতু রূপে স্বীকার্য নয়।

উক্ত আপত্তির উত্তরে বৈশেষিকগন বলেন, সত্তা সামান্য দ্রব্যাদি তিনটি পদার্থে থাকলেও অস্তিত্ব তা ভাবত্ব রূপে ছয়টি ভাব পদার্থে অনুগত আকারের জ্ঞান হয়। যদিও সামান্য বিশেষ ও সমবায় সত্তার আশ্রয় নয়, তথাপি স্বসমবায়ি সমবেতত্ব সম্বন্ধে সত্তার আশ্রয় হয় বলে গৌণভাবে সত্তাটি সামান্যাদিরও অনুগতাকার জ্ঞানের কারণ হয়। 'স্ব' শব্দের অর্থ সত্তা, সমবায়ি হচ্ছে দ্রব্য, গুন ও কর্ম পদার্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্মে সমান্যাদিতে সমবেত থাকে বলে সামান্যদি তিনটিতে সত্তা স্বসমবায়িসমবেতত্ব থাকে। সুতরাং সামান্য অনুগত প্রতিতীর জনক

জাতি খণ্ডন করতে গিয়ে বৌদ্ধ দার্শনিক মাধবাচার্য বলেছেন, "কিঞ্চ সামান্যং"[১৬] ইত্যাদি। অর্থাৎ জাতি কি সর্ব সর্বগত, না স্বব্যক্তি সর্বগত? বৌদ্ধগণ বলেন সামান্যকে যদি সর্ব সর্বগত বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে সকল বস্তুর সহিত সকল বস্তুর মিশ্রণ হয়ে যেত। 'গোত্ব' গো শরীরে আছে, অশ্বত্বও গো শরীরে আছে। অশ্ব শরীরে অশ্বত্ব আছে এবং গোত্বও আছে। তাহলে গো শরীরে অশ্ব শরীর রয়েছে স্বীকার করতে হয়। যেহেতু সামান্য আশ্রয় ব্যক্তিকে ত্যাগ করে থাকতে পারে না। আবার গো এবং অশ্ব পরস্পর সংযুক্ত থাকতে পারেনা। তা যদি থাকত তাহলে গো-অশ্বযুক্ত একটি দেহ দেখা যেত এবং একদিকে গোত্ব ও অন্যদিকে অশ্বত্বের প্রত্যক্ষ হত। তা যখন হয় না তখন পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর মিশে গবাশ্বকার একটি নতুন দেহ উৎপন্ন হত এবং তাতে একটি নতুন জাতি দেখা যেত। তা যখন দেখা যায় না তখন জাতিকে সর্ব সর্বগত বলা যায় না।

উক্ত আপত্তির প্রত্যুত্তরে প্রশস্তপাদাচার্য বলেন, সামান্যকে সর্ব সর্বগত বললে "অপসিদ্ধান্তাপত্তি"[১৭] হবে। মহর্ষি কণাদের সামান্য লক্ষণ সূত্র দ্বারা জাতির সাশ্রয় সর্বগতত্বই সূচিত হয়। যে জাতি এক ব্যক্তিতে থাকে, অন্য ব্যক্তিতে থাকে না সে নিজ আশ্রয় ব্যক্তিতে অন্য ব্যক্তির ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন ব্যাবর্ত্তক হতে পারে যেমন – 'ঘটত্ব 'সামান্য ঘটে থাকে, পটে থাকেনা বলে ঘট ও পটের ভেট জ্ঞান হয়। কিন্তু ঘটত্ব সর্বগত হলে ঘট ও পটের ভেদ জ্ঞান হতে পারে না। সুতরাং, সর্ব সর্বগত সামান্য নাই, স্বাশ্রয় সর্বগত সামান্য আছে।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ পুনারপত্তি করে বলেন যদি সামান্যকে স্বাশ্রয় সর্বগত বলা হয় তাহলে সামান্য বিভিন্ন ব্যক্তিতে পূর্ণতঃ থাকে না অংশত থাকে সেই প্রশ্ন অবধারিত। যদি স্বীকার করা হয় সামান্য ব্যক্তিতে পূর্ণতঃ থাকে তাহলে সেই সামান্য অন্য ব্যক্তিতে কিভাবে থাকবে? 'ঘটত্ব' ধর্মটি যখন লাল ঘটে পূর্ণতঃ থাকে তখন ঐ 'ঘটত্ব'

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.012.2026

সামান্যটি নীল ঘাটের মধ্যে থাকতে পারে না। যদি বলা হয় জাতি অংশত ব্যক্তিতে থাকে তাহলে সামানের অংশ আছে স্বীকার করতে হবে। একই সুতো বিভিন্ন ফুলের অনুগত হতে পারে কেননা সুতার অংশ আছে । একটি অংশে যে ফুল আছে অন্য অংশে ভিন্ন ফুল থাকে কিন্তু সামান্যের অংশ স্বীকার করলে সামান্যকে আর নিত্য বলা যায় না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে জাতি নিত্য তাছাড়া জাতি অংশবিশিষ্ট হলে জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? যখন ব্যক্তি উৎপন্ন হয় তার সঙ্গে জাতি উৎপন্ন হতে পারে না, কেননা জাতি নিত্য। আবার সদ্যোৎপন্ন ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তি থেকে গিয়ে সম্বন্ধ যুক্ত হতে পারে না কেননা জাতি ক্রিয়াবান নয়।

উক্ত আপত্তির উত্তরে বৈশেষিকগণ বলেন জাতি ব্যক্তিতে পূর্ণতঃ থাকে না, অংশত থাকে বৌদ্ধদের এমন প্রশ্ন অবান্তর। কেননা জাতি নিরংশ। কিন্তু জাতি সর্বত্র বিদ্যমান।জাতি সর্বত্র বিদ্যমান হলেও ব্যক্তি জাতির ব্যঞ্জক যখনই স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তি বা বস্তু উৎপন্ন হয়, জাতি ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকট হয়। জাতি কেবল স্ব-শ্রেণীর ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ও অনুভূত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি কথিত সামান্য খন্ডনের যুক্তিগুলি দেখাতে গিয়ে মূলকার (মাধবাচার্য) বলেন, "কিঞ্চ বিনষ্ট"[১৮] ইত্যাদি। অর্থাৎ সামান্যের আশ্রয় বিনষ্ট হলে সামান্য তৎ সমবেত থাকে অথবা সামান্য বিনষ্ট হয় অথবা স্থানান্তরে গমন করে। ব্যাখ্যা করে বলা যায় 'ঘটত্বের' আশ্রয় সকল ঘট বিনষ্ট হলে ঘটত্ব তৎ সমবেত থাকে একথা বলা যায় না। কেননা ঘট বিনষ্ট হলে ঘটত্ব কোন আশ্রয়ে থাকবে। অর্থাৎ ঘটত্বের নিরাশ্রয়ের আপত্তি হবে। কিন্তু ঘটত্ব নিরাশ্রয় নয়। ইহা ঘটের ধর্ম।

আবার ঘট সমূহ বিনষ্ট হলে ঘটত্বের বিনাশ হয় একথা বলা যায় না। কেননা বৈশেষিক দর্শনে সামান্যকে নিত্য বলা হয়েছে। আবার সকল ঘট বিনষ্ট হলে ঘটত্ব অন্যত্র গমন করে এ কথা বলা যায় না কেননা ন্যায়- বৈশেষিক মতে দ্রব্যের একমাত্র ক্রিয়া থাকে। 'ঘটত্ব' সামান্য দ্রব্য নয়, তাই ঘটত্বের স্থানান্তর গমন সম্ভব নয়। এইরকম বহু দোষ দুষ্ট সামান্য অপ্রামাণিক।

উক্ত আপত্তির উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন, সকল ঘট বিনষ্ট হলেও ঘটত্বের বিনাশ হয় না বা ঘটত্ব অন্যত্র গমন করেনা। যখন সকল ঘট বিনষ্ট হয়ে যাবে তখন 'ঘটত্ব' সামান্য কালকে আশ্রয় করে থাকবে। কেননা কালের লক্ষণে বলা হয় "জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাতাশ্রয়ো মতঃ"।[১৯] 'জন্যানাং জনকঃ' - অর্থাৎ সমস্ত উৎপন্ন বস্তুর জনক হল কাল। এখন ঘটটি উৎপন্ন হবে, আগামীকাল পটটি উৎপন্ন হবে ইত্যাদি ব্যবহারের দ্বারা কাল কার্য উৎপত্তির অধিকরণ রূপে নির্দিষ্ট হয়। যখন সমস্ত ঘটাদি ব্যক্তি বিনষ্ট হয় তখন ঘটত্বাদি সামান্য কালকে আশ্রয় করে থাকে পুনরায় যখন ঘটাদি ব্যক্তি উৎপন্ন হয় তখন তাদের সহিত স্বজাতির সম্বন্ধ হয়। কালের সহিত পদার্থের প্রথম যে সম্বন্ধ হয় তাকে উৎপত্তি বলে। ঘট উৎপত্তি হল এক কথার অর্থ হল কালের সহিত ঘটের প্রথম সম্বন্ধ। কালের সহিত ঘটের সম্বন্ধ হলেই কালে অবস্থিত ঘটত্বের সহিত সম্বন্ধ হয়। সুতরাং ঘটাদি ধ্বংসের পর ঘটত্বাদি তৎসমবেত থাকে অথবা বিনষ্ট হয় অথবা স্থানান্তর গমন করে বৌদ্ধ দার্শনিকদের এসব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন অনুগত প্রতীতি ব্যাখ্যার জন্য সামান্য স্বীকারে প্রয়োজন নেই। সামান্য স্বীকার না করে অনুগত প্রতিতী ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিভিন্ন গরুতে যে গরু বলে অনুগতাকার জ্ঞান হয় তার কারণ হল – অ-গোব্যাবৃত্তি অর্থাৎ গো ব্যাক্তিতে অ-গরুর অভাব রয়েছে। তাই বৌদ্ধ দার্শনিক রতনকীর্তি তাঁর অপোহসিদ্ধি গ্রন্থে বলেছেন – "অপোহনমপোহ ইত্যন্যব্যাবৃত্তিমাত্রম্"[২০] । অর্থাৎ অন্যব্যাবৃত্তির নাম অন্যাপোহ। কোন ঘটে ঘটের ভেদ নেই। যেহেতু ঘট ভেদের বিরোধ যে ভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব তা ঘটে থাকে তাই ঘটে কোন ঘটের ভেদ থাকে না, অ ঘটের ভেদ প্রতি ঘটে অনুগত হয়ে আছে এবং অ-ঘট যদি অনুগত প্রতীতি বিষয় হয় তাহলে ঘট জ্ঞানের জন্য অতিরিক্ত অনুগতধর্ম ঘটত্ব জাতি স্বীকার্য নয়। তাই ধর্মকীর্তি গ্রন্থের শেষে বলেছেন – অগোব্যাবৃত্তানুভবভাবিত্বাৎ গৌরবমিতি ব্যবহারস্য ইত্যাদি।

অপোহবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ জাতিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেন, যেহেতু সামান্যের জ্ঞান ভাবরূপ অনুগত আকারের প্রকাশ হয় সেহেতু সামান্য স্বীকার্য নয়। গোত্ব, ঘটত্ব, মনুষত্ব ইত্যাদি যে সকল ধর্মকে জাতিবাদীরা অনুগতাকার প্রত্যয় বলেন অপোহবাদীদের মতে সেগুলি অলীক ভিন্ন কিছু নয়। বৌদ্ধগন 'অপোহ' শব্দটিকে নিবৃত্তি অভাব অর্থে প্রয়োগ করেছেন। বৌদ্ধ মতে গরুর জ্ঞানে অ-গোব্যাবৃত্তির জ্ঞান আবশ্যক। অ-গোব্যবৃত্তির প্রকাশ ব্যতীত গরুর প্রকাশ অসম্ভব। অপোবাদীদের মতে শব্দ হল সর্বদাই নেতিবাচক। শব্দের বাচ্য কোনো পারমার্থিক বস্তু সত্তার অস্তিত্ব নেই। অন্য পদার্থের ব্যাবৃত্তি হল শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য। "তদন্যব্যাবৃত্তপদার্থানুভবলায়াতত্বাৎ স্বয়ং চান্যব্যাবৃত্ততয়া প্রত্যাখ্যানাৎ"[২১]।

উক্ত আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িকগন বলেন শব্দ বিধিবাচক। অপোহবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁরা বলেন,শব্দের অর্থ অনুযায়ী কোন প্রকৃত বস্তু যদি না থাকে তবে যে কোন শব্দের দ্বারা যে কোন বস্তু বোঝাত। অর্থাৎ গো শব্দের দ্বারা যেমন গরুকে বোঝায় তেমনি অশ্ব ও হস্তিকে বোঝাত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা হয়না। গরু শব্দের দ্বারা গো ব্যাক্তিকেই বোঝানো হয়। সুতরাং শব্দের নিমিত্ত স্বরূপ কোন প্রকৃত বস্তু নেই তা বলা যায় না।

বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্নাগের মতে জাতি বা সামান্য ধারণা কল্পনা অতিরিক্ত কিছু নয়। জাতি বা সামান্যের বস্তুগত সত্তা নেই। দিঙ্নাগের মতে ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় জ্ঞান সামান্য ধারণা মূলক, আর সামান্য ধারণামূলক জ্ঞান ভাষায় প্রকাশ যোগ্য। সমস্ত সামান্য ধারণা আপেক্ষিক যেহেতু তাদের জ্ঞান বিপরীতকে অপেক্ষা করে। যেমন - গো এর জ্ঞান অ-গো এর জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। তাই শব্দও তার অর্থকে প্রকাশ করে বিপরীত অর্থকে অপেক্ষা করে। অর্থাৎ গরু শব্দটি যে অর্থ প্রকাশ করে তা অ-গরুর অভাব। দিঙ্নাগের ন্যায় ধর্মকীর্তি বলেন শব্দ সবিকল্প ধারণাকে প্রকাশ করে। আর সবিকল্প ধারণার উৎপত্তি হয় বিপরীত ধারণার ভেদ থেকে। এই ভেদ ব্যবহারিক জগতে শব্দের অর্থ। ধর্মকীর্তির মতে যেহেতু সত্তাবান পদার্থ ক্ষণিক ও অনির্বচনীয় । ধর্মকীর্তির মতে শব্দের অর্থ বলতে কেবল অর্থের ব্যাবৃত্তিকে বুঝতে হবে। 'গো' শব্দের দ্বারা গবেতর এর অভাব বুঝতে হবে। ধর্মকীর্তি বলেন যদি শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞান সদর্থক কোন পদার্থের জ্ঞান হত তাহলে 'লাল' শব্দটি শুনলে আমাদের লাল বর্ণের ইন্দ্রিয় সংবেদন হত, কিন্তু তা হয় না। জ্ঞান দুই প্রকার সদর্থক ও নঞর্থক। এই দুই প্রকার জ্ঞানের বিষয় দুই রকম। ইন্দ্রিয় সংবেদন সদর্থক জ্ঞানের বিষয় লাল বর্ণের জ্ঞান, অ-লাল নঞর্থক জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং দুই প্রকার জ্ঞান এক রকম হয় না।

বৌদ্ধমতে বস্তুর জ্ঞান দুই ভাবে হয় প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান চার প্রকার। যথা - ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ, মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষ, আত্মসংবেদন প্রত্যক্ষ ও যোগীজ্ঞান প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষকে চার ভাগে ভাগ করলেও প্রত্যক্ষের সামান্য লক্ষণ প্রদান করে বলেছেন – "তত্র প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম"[২২] অর্থাৎ যে জ্ঞান কল্পনাস্বভাব রোহিত ও অভ্রান্ত তাকে বলে প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধগণ 'কল্পনাপোঢ়' ও 'অভ্রান্ত' শব্দ দুটি দ্বারা চার প্রকার প্রত্যক্ষকে নির্দেশ করেছেন তা যথার্থ নয়। কেননা প্রত্যক্ষত্ব নামক কোনো সামান্য ধর্ম স্বীকার করলে সমস্ত প্রত্যক্ষকে স্বীকার করা যাবে। কিন্তু বৌদ্ধগণ জাতি স্বীকার করেননি। তাহলে তাঁরা কীভাবে 'কল্পনাপোঢ়' ও 'অভ্রান্ত' শব্দ দুটির সাহায্যে চার প্রকার প্রত্যক্ষের সামান্য লক্ষন প্রদান করেছেন। বৌদ্ধগণ যখন প্রত্যক্ষের সামান্য লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তখন তারা অবশ্যই সামান্য ধর্ম বা জাতি স্বীকার করেন এমন সিদ্ধান্ত করতে হবে।

সামান্য কে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যদি সামান্য স্বীকার না করা হয় তহলে অনুগত ব্যবহার সম্ভব হবে না, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। এই সামান্য কে স্বীকার না করলে অনুমান প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। সামান্য সম্পর্কে এই আলোচনা থেকে দর্শনের পাঠক-পাঠিকা সম্যক জ্ঞান লাভ করে পারবে। গবেষক তাদের গবেষণার উপাদান পেতে পারে।

doi.org/10.66182/Antarvidya.V2.I1.012.2026

তথ্যসূত্র

১। গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, তর্ক সংগ্রহ, পৃ-১৪
২। গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, তর্ক সংগ্রহ, পৃ-১৪
৩। রায় চৌধুরী, ড. অনামিকা, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য বিরোচিত ভাষা পরিচ্ছেদঃ, পৃ-৬
৪। মন্ডল, প্রদ্যোত্ত কুমার, বৈশেষিক দর্শন (ভারতীয় গ্রন্থমালা-৪), পৃ-১৪৬
৫। গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, তর্ক সংগ্রহ, পৃ-৫৩
৬। মন্ডল, প্রদ্যোত্ত কুমার, বৈশেষিক দর্শন (ভারতীয় গ্রন্থমালা-৪), পৃ-১৪৬
৭। মন্ডল, প্রদ্যোত্ত কুমার, বৈশেষিক দর্শন (ভারতীয় গ্রন্থমালা-৪), পৃ-১৪৭
৮। ন্যায় তর্কতীর্থ, শ্রী শ্যামাপদ, প্রশস্ত পাদভাষ্যম্, পৃ-২৭৩
৯। গোস্বামী,নারায়ণ চন্দ্র, তর্কসংগ্রহ
১০। রায় চৌধুরী, ড. অনামিকা, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য বিরোচিত ভাষা পরিচ্ছেদঃ, পৃ-৬
১১। রায় চৌধুরী, ড. অনামিকা, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য বিরোচিত ভাষা পরিচ্ছেদঃ, পৃ-১৮
১২। রায় চৌধুরী, ড. অনামিকা, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য বিরোচিত ভাষা পরিচ্ছেদঃ, পৃ-১৮
১৩। মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, বৈশেষিক দর্শন (ভারতীয় দর্শন গ্রন্থমালা:-৪), পৃ- ১৫০
১৪। ভট্টাচার্য, অমিত, সায়ন মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) বৌদ্ধ দর্শন, পৃ-৬৫
১৫। ভট্টাচার্য, অমিত, সায়ন মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) বৌদ্ধ দর্শন, পৃ-৬০
১৬। ভট্টাচার্য, অমিত, সায়ন মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) বৌদ্ধ দর্শন, পৃ-৬২
১৭। ভট্টাচার্য, অমিত, সায়ন মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) বৌদ্ধ দর্শন, পৃ-৬৩
১৮। ভট্টাচার্য, অমিত, সায়ন মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) বৌদ্ধ দর্শন, পৃ-৬৫
১৯। রায়চৌধুরী, ড. অনামিকা, শ্রীমদ বিশ্বনাথন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য বিরচিত ভাষাপরিচ্ছেদঃ, পৃ- ১০২
২০। ভট্টাচার্য, শ্রী পঞ্চানন, শ্রীমৎ সায়ন মাধব কৃত সর্বদর্শন সংগ্রহে দ্বিতীয়ম্ বৌদ্ধ দর্শন, পৃ- ৬৯
২১। ঘোষ, বটকৃষ্ণ, বিজ্ঞানবাদ, পৃ- ২৮৬
২২। সাধু খাঁ, সঞ্জিত কুমার, আচার্য ধর্মকীর্ত্তি বিরচিত ন্যায়বিন্দু, পৃ- ৪৩